APR 1 1 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ...20... কলাম ...

# মাদারীপুরে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ৫ লাখ টাকার খাদ্যশস্য আত্মসাৎ

**মাদারীপুর জেলা সংবাদদাতা :** মাদারীপুর সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম-চালের হরিলুট চলছে। গত ২০০১ সালের জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মাত্র ৬ মাসে অত্র ইউনিয়নের শিক্ষার গম-চাল বিতরণ করে ডিলার মোঃ সরোয়ার হোসেন সরকারের ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কার্ডধারী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পাঁচখোলা ইউনিয়নের উপজেলা সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঁচখোলা বোর্ড (মুক্তিযোদ্ধা) প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর পাঁচখোলা স্যাটেলাইট স্কুল, চরকালিকাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কাজির কেএম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, এ সমস্ত বিদ্যালয়ের কার্ড হোল্ডারদের সরকার নির্ধারিত ১০ কেজি গমের স্থলে জুলাই মাসে ৬ কেজি গম দিলেও পরবর্তী ২ মাসে ৫ কেজি হিসেবে গম এবং সরকার নির্ধারিত ৮ কেজি চালের পরিবর্তে স্থানভেদে ৩ থেকে ৪ কেজি চাল দেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, জুলাই ২০০১ মাসে উক্ত ডিলার ১৪৮৯টি কার্ডে ১৪ দশমিক ৯ মেট্রিক টন গম উত্তোলন করে কিন্তু বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতি কার্ডে ৬ কেজি হিসেবে ৮ দশমিক ৯ মেঃ টন বিতরণ করে, ৬ মেঃ টন গম আত্মসাৎ করে যার মূল্য ৭৮ হাজার টাকা। আগস্ট মাসে ৪৭৯টি কার্ডের ১৪ দশমিক ৮০ মেঃ টন গম উত্তোলন করে বিতরণ করে ৮.৮৫ মেঃ টন। এক্ষেত্রে ৫ দশমিক ৯০ টন গমের মূল্য ৭৬ হাজার টাকা সে আত্মসাৎ করে। অনুরূপভাবে সেপ্টেম্বর মাসের ১৫০৮টি কার্ডের ১৫.০৯ মেঃ টন গম এবং অক্টোবর মাসে ১৫৬৩টি কার্ডের বিপরীতে (৮ কেজি প্রতি কার্ডে) ১২.৫১ মেঃ টন চাল তুলে কার্ডধারী ছাত্র-ছাত্রীদের ৫ কেজি গম ও ৪ কেজি হিসাবে চাল একত্রে ২ মাসের খাদ্যশস্য বিতরণ করে। এই দুই মাসে উক্ত ডিলার আত্মসাৎ করে ১ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। অনুরূপভাবে গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এসব দুর্নীতির কথা জানাজানি হওয়ার পরেও প্রায় ২৫ টন চাল উত্তোলন করে উক্ত ডিলার কার্ড প্রতি ২ মাসের ১৬ কেজির স্থলে ১২ কেজি হিসাবে বিতরণ করে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ ৬ মাসে উক্ত ডিলার অবৈধভাবে সরকারের ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা অফিসারের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি জানান, বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ডিলার কিছু খাদ্যশস্য কম দেয়, তবে এত কম দেয় এটা আমার জানা ছিল না। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিনটি জাতীয় দৈনিক যুগান্তর, আজকের কাগজ ও ইনকিলাবের জেলা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ডিলার কর্তৃক ঘাটতি পূরণার্থে কার্ডপ্রতি ১ কেজি করে কম দেয়ার কথা স্বীকার করেন।